দৈনিক
ইত্তেফাক

28 MAR 2003

আমার প্রিয় স্কুল
বিএম ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম বিএম ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়। এটি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার অন্তর্গত বন্দর ১নং খেয়াঘাট সংলগ্ন অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১০টি কক্ষবিশিষ্ট সু-বিশাল তিনতলা দালান। বিদ্যালয়টির সামনে একটি ছোট মাঠ রয়েছে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সব মিলে বিদ্যালয়টি একটি সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত।

১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে কোন এক শুভ লগ্নে বিএম ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় নামে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বন্দর ও মদনগঞ্জ ইউনিয়নবাসীর উদ্যোগে এটি স্থাপিত হয় বলে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় বিএম ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়। বন্দরের তৎকালীন জমিদার শ্রী ধিরেন্দ্র মোহন সেন রায়-এর সক্রিয় উদ্যোগে এবং বিদ্যালয়ের তৎকালীন সহকারী শিক্ষক কুঞ্জ বিহারী সাহাসহ আরো কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি নিরলস প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে সোনাকান্দা থেকে বর্তমান জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তদানীন্তন নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান এইচএম পিরকোর বিদ্যালয়ের একতলা ভবনের উদ্বোধন করেন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্থায়ী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের যে সুদৃশ্য ভবনগুলো দেখা যাচ্ছে তা ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের পর নির্মিত হয়। আমাদের বিদ্যালয়ে ১৫০০ জন ছাত্র এবং ৪৩ জন শিক্ষক রয়েছেন। দু'জন দপ্তরী, একজন আয়া, দু'জন অফিস সহকারী ছাড়াও একজন নাইট গার্ড রয়েছে।

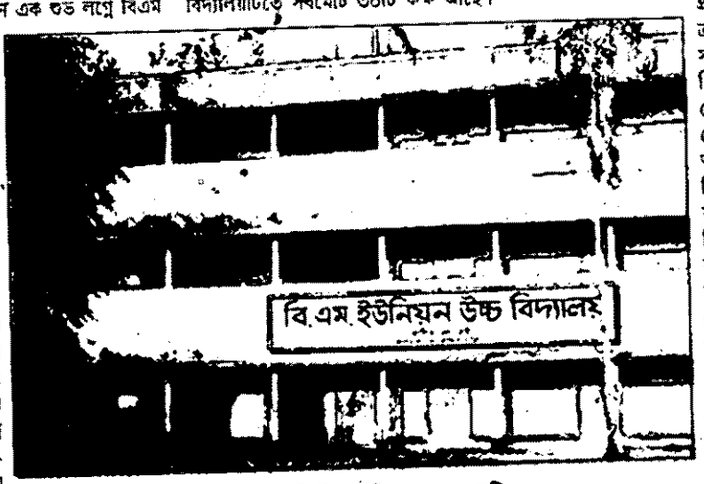

আমাদের প্রধান শিক্ষক একজন বি-এ, বি-এড। তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ। তাঁর দক্ষতা ও পরিশ্রমের জন্য বিদ্যালয় বহু সুনাম অর্জন করেছে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকও উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ। বিদ্যালয়টি কো-এডুকেটেড। আমরা সকলেই শিক্ষকগণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করি। শিক্ষকবৃন্দও আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাঁদের শাসনেও সোহাগ আছে। তাইতো তাদের ছাত্র হিসেবে আমরা গর্বিত।

বিদ্যালয়টিতে সর্বমোট ৩০টি কক্ষ আছে। এর মধ্যে একটি শিক্ষক মিলনায়তন, একটি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, একটি বিজ্ঞানাগার, একটি লাইব্রেরী ছাড়া বাকীগুলো শ্রেণীকক্ষ। প্রতিটি শ্রেণী কক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা রয়েছে। প্রধান শিক্ষকের কক্ষটি মনোরমভাবে সাজানো গোছানো। বিদ্যালয়ের পূর্বে ও উত্তর দিকে কয়েকজন শিক্ষকের বাসা। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান কার্যক্রম সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত। আমরা ক্লাস শুরুর আধ ঘন্টা আগে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি। অতঃপর আমরা বিদ্যালয়ের প্রধান ভবনের সম্মুখে সমবেত হই। তারপর আমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি এবং পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। সেই সাথে আমরা জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করি। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন শেষে শপথবাক্য পাঠ করি এবং শরীর চর্চা শিক্ষকের নির্দেশে দু'একটি শারীরিক কসরত প্রদর্শন করি। এরপর শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে যার যার শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করি।

আমাদের বিদ্যালয়টি লেখাপড়ার দিক দিয়ে অনেক ভাল। ২০০২ এস.এস.সি পরীক্ষার্থী ১২২ জনের মধ্যে পাসের সংখ্যা ৯৫ জন ছাত্র। ৪.১৩ জিপিএ প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা হল ৮৯ জন। জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষার ফলাফলও খুব ভাল। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ জন টেলেন্টপুল ও ১০ জন সাধারণ বৃত্তি পায় এবং ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে ৮ জন টেলেন্টপুল ও ১১ জন সাধারণ বৃত্তি পায়।

আমাদের প্রধান শিক্ষক যেমন দক্ষ প্রশাসক, তেমনি ক্রীড়ামোদী ও সংস্কৃতিমনা। বিদ্যালয়টির খেলার মাঠে মৌসুম অনুযায়ী আমাদের ক্রীড়া শিক্ষকের নেতৃত্বে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টনসহ শরীর চর্চা বিষয়ক খেলাধুলা করে থাকি এবং খেলায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানকারীদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের আয়োজন করে থাকে।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা লেখাপড়ার পাশাপাশি সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, অভিনয় ও খেলাধুলায় বিশেষ পারদর্শী। প্রতি বছরই কয়েকজন ছাত্র কোন না কোন বিষয়ে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে আসছে। এছাড়া জাতীয় দিবসগুলোতে যেমনঃ শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে জাঁক-জমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়।

আমাদের বিদ্যালয়টি উক্ত অঞ্চলের মধ্যে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমি বিদ্যালয়টি ভালবাসি এবং তার সার্বিক উন্নতি কামনা করি। এমন একটি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে পেরে আমি ধন্য।

❑ মোঃ কয়েসুর রহমান
সপ্তম শ্রেণী